

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

6660 - কাফরেরো প্রশ্ন কর: আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি যখন কাফরেদেরকে বলি যে, 'আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন' তখন তারা আমাকে প্রশ্ন করে— 'আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?' কভিবে শুরু থেকেই আল্লাহর অস্তিত্ব বদ্বিমান? আমি কভিবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

১। কাফরেদের পক্ষ থেকে আপনার দিকে ছুড়ে দেয়া এ প্রশ্নটি মূলতই বাতলি এবং এটি স্ববরিোধী:

কারণ আমরা যদি তরকরে খাতরি ধরওে নইি য়ে, আল্লাহকে কোন এক সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছে। তখন প্রশ্নকারী বলবে: সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে??! এরপর বলবে: সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে? এভাবে এ প্রশ্নের ধারা অন্তহীনভাবে চলতে থাকবে। ববিকে ক়ে এটি অগ্রাহ্য।

পক্ষান্তরে, সকল সৃষ্টিকে একজন স্রষ্টি সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে ক়ে সৃষ্টি করেনি। বরং তিনি নিজেকে ব্যতীত বাকী সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন— এটিই ববিকে ও যুক্তি গ্রাহ্য। আর সেই স্রষ্টি হচ্ছনে- আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা।

২। শরয়িত ও ইসলামেরে দৃষ্টিভিঙগি:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এ প্রশ্নেরে ব্যাপারে জানয়িচ্ছেনে য়ে, ক়েত্থেকে এ প্রশ্নেরে সূত্রপাত, কভিবে এ প্রশ্নেরে সমাধান দিতে হবে:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বরণতি তিনি বলনে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “মানুষ প্রশ্ন করতইি থাকবে, করতইি থাকবে। এক পর্যায়ে বলবে: এ সৃষ্টিগিলোকে তে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? য়ে ব্যক্তি এমন কোন প্রশ্নেরে সম্মুখীন হবে সে যনে বলে, আমি আল্লাহর প্রতীঙ্গিমান আনলাম।”

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, “তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে বলে, কবে আসমান সৃষ্টি করেছে? কবে জমনি সৃষ্টি করেছে? সবে যেন বলে: আল্লাহ্। এরপর পূর্ববরে হাদিসেরে ন্যায় (আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলাম) উল্লেখ করছেন। সবে বর্ণনাত, ﷺ (রাসূলগণ) কথাটি অতিরিক্ত আছে। (অর্থাৎ আমানতু বল্লাহি ওয়া রাসূলহি। অর্থ- আমি আল্লাহ্র প্রতি ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে বলে: এটা এটা কবে সৃষ্টি করেছে? এক পর্যায়ে বলে: তোমার প্রতিপালককে কবে সৃষ্টি করেছে? যদি কারো প্রশ্ন এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন সবে যেন আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “বান্দার কাছে শয়তান এসে বলে: এটা এটা কবে সৃষ্টি করেছে?....”[উল্লেখিত সবগুলো হাদিস ইমাম মুসলিম সংকলন (১৩৪) করছেন]

তাই এ হাদিসগুলো থেকে জানা গলে:

এ প্রশ্নের উৎস শয়তান থেকে।

এ প্রশ্নের সমাধান হচ্ছে:

ক. শয়তানের এ প্ররোচনার পছিনে না ছুটা।

খ. এ কথা বলা য়ে: ‘আমি আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম’।

গ. শয়তান থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত হয়ছে য়ে, বামদিকে তনিবার খুথু ফলো ও সূরা ‘ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ’ পড়া।[দেখুন: এ ওয়েবসাইটেরে গ্রন্থসম্ভারে ‘শাকাওয়া ওয়া হুলুল’ নামক গ্রন্থটি দেখুন]

৩। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ য়ে, প্রথম থেকে আছেন সবে প্রসঙ্গে আমাদের কাছে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী রয়ছে। য়েন:

ক. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “হে আল্লাহ্ আপনিই প্রথম; আপনার আগে কিছু নহে। আপনিই শেষ;

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আপনার পরে কিছু নই।”[সহি মুসলিম (২৭১৩)]

খ. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: “আল্লাহ ছিলেন; তখন আল্লাহ ব্যতীত আর কিছু ছিল না।” অন্য বর্ণনায় আছে, “আল্লাহর পূর্বে কিছু ছিল না”[হাদিসদ্বয় ইমাম বুখারী সহি গ্রন্থে সংকলন করেছেন। ৩০২০ ও ৬৯৮২ নং হাদিস]

এ ছাড়াও আল্লাহর কতিবে এ প্রসঙ্গে অসংখ্য আয়াত রয়েছে।

তাই মুমনি ঈমান রাখতে; সন্দেহে পোষণ করে না। কাফরে অস্বীকার করে। আর মুনাফকি সন্দেহে-সংশয় পোষণ করে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে সত্য ঈমান ও একীন দান করেন; যাত কোন সন্দেহে নই।  
আল্লাহই তাওফিকদাতা।